যদি

জয়ন্ত আচার্য

জ্যোতিপ্রকাশবাবুর বাড়ির সামনে যেন মেলা বসেছে। তিন চারদিন ধরে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে তাঁর বাড়ির প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে জমায়েত হয়েছে। তিন চার দিন ধরে মানুষ এখানে ধর্না দিয়েছে। আবার ধর্না দেওয়া মানুষদের খাওয়া দাওয়া, শিশুদের জন্য বেবিফুড, পানীয় জল – এ সবের ব্যবস্থা করেছে কিছু ছাত্র ও যুবকবৃন্দ। এ সবেরই আয়োজনের উদ্দেশ্য একটাই। তা হল, জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে ওই এলাকার মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশবাবু বলছেন, 'আমি একটু ভেবে দেখি'।

সম্প্রতি এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ দেশের সংবিধান কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে। এখন এদেশের মন্ত্রী হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়। পূর্বতন 'মন্ত্রী' পদের নাম হয়েছে 'দেশসেবক'। দেশসেবকদের ভূমিকা কার্যত অনেকটা সন্ন্যাসীদের বা ফকিরদের মতো – যেমন, প্রথমেই তাঁকে পরিবার থেকে বিদায় নিতে হবে। শপথ নিতে হবে – তিনি দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন, তাই আর কখনও সংসারে ফিরবেন না। পুরো দেশটাই তাঁর নিজের পরিবার। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নগদ অর্থ দেশের জন্য দান করে দিতে হবে। এখন আর নির্বাচনের আগে প্রার্থীকে হলফনামা দিয়ে সম্পত্তির খতিয়ান দিতে হয় না। দেশসেবকরা বছরে চারটি পোশাক ব্যবহার করতে পারবেন।

দেশসেবকের অফিসে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সবই থাকবে কাজ করার জন্য। কিন্তু তাঁকে সমস্ত কাজ করতে হবে, অফিসে বসেই। দেশসেবকের ভাইবোন, ভাইপো–ভাইঝি অথবা ভাগ্নে–ভাগ্নিকে চাকরিতে ঢোকানোর ব্যাপারে দেশের কোন মাথাব্যথা নেই।

সংবিধান সংশোধনের পর থেকে সমাজে তথাকথিত 'বিশিষ্ট সমাজসেবী' নামে যে প্রচুর মানুষজনকে দেখা যেত, তাঁদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া গেলে, ফর্মালিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হবে – বিদেশি পর্যটকদের দেখানোর জন্য।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু গ্রামেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। কলেজে পড়ার পরে দেশের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নজরকাড়া রেজাল্ট করে পাশ করেন। বিদেশে চাকরির আহ্বান এসেছিল অনেক। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের দেশ ছেড়ে যেতে চাননি। গবেষণা করেছেন। পড়ান পাশের গ্রামের কলেজে। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই তিনি তাঁর আশেপাশের গ্রামগুলোতে বয়স্ক ও নিরক্ষর মানুষদের পড়ানোর দায়িত্ব নেন। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য ও বৃত্তি দিয়ে থাকেন নিজের আয় থেকে। এ সব ছাত্রছাত্রীরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে সাহায্য করেন বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে। ওঁর উদ্যোগে লাগানো হয়েছে অনেক গাছ। সংস্কারের ফলে নদীগুলি এখন খরস্রোতা। স্থাপিত হয়েছে অনেক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করতে চাওয়া হয়েছে অনেকবার। কিন্তু তিনি নিজে কোনও পুরস্কারই নিতে যাননি। সবক্ষেত্রেই তাঁর কোনও ছাত্র গিয়ে শুধুমাত্র পুরস্কারের অর্থমূল্য নিয়ে এসেছে – দেশসেবার কাজে ব্যয় করার জন্য। অকৃতদার জ্যোতিপ্রকাশবাবুর পিছুটান বলতে কিছুই নেই। তিনি দেশের উন্নয়নেই নিবেদিত প্রাণ। বর্তমানে নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ামাত্র জেলার মানুষজন জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে তাঁদের জেলার 'দেশসেবক' হিসেবে মনোনীত করতে চান। বাধ সেধেছেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু নিজেই। তাঁর যুক্তি – আমি কেন? আমি তো সামান্য মানুষ। অন্য কোনও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিকে এ পদে বসানো হোক।

দেশের ব্যকরণবিদগণ 'পদপ্রেমী' এবং 'পদলোভী' এই শব্দ দুটিকে অপ্রচলিত শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন উপরের শব্দ দু'টি অপ্রচলিত হওয়ার ফলে 'পদলেহনকারী' শব্দটি উধাও।

'দেশসেবক' শব্দটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভোটসেবক' নামের পূর্বতন যুব বাহিনীকে আর দেখা যায় না। তার পরিবর্তে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে 'কিশোর বাহিনী'। এরা বৃদ্ধ–বৃদ্ধা ও শিশুদের এবং পরিবেশের ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়। হারিয়ে গিয়েছে 'ডক্টরস চেম্বার' শব্দটিও। ডাক্তারবাবুরা সারাক্ষণ আউটডোরে বসে থাকেন। প্রত্যেক রোগীকে যথেষ্ট সময় দেন। কোনও কারণে তাঁর আসতে দেরি হলে তিনি আগেই তা ফোনে জানিয়ে দেন, রোগীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। নার্স দিদিমণিদের ব্যবহার মায়ের মতো। সাদা পোশাক পরিহিতা। সেবিকাদের দেখে মনে হয় যেন এঁরা এদেশের অনেক মা টেরিজা। তাঁরা তাঁদের কাজের সময়টুকু রোগীদের জন্য উজাড় করে দেন।

শিক্ষকেরা সবসময় পড়াশোনাতেই ব্যস্ত। সবসময়ই ভাবেন আর কীভাবে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা আরও ভালো বুঝতে পারবে। শিক্ষকের বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের অবারিত দ্বার। কিন্তু কোনও বিশেষ সময়ে শিক্ষকের বাড়ির সামনে জুতোর পাহাড় কিংবা সাইকেলের মেলা আর দেখা যায় না।

ব্যকরণবিদগন শব্দভাণ্ডার থেকে আরও একটি শব্দ বাদ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন – সেটি হচ্ছে 'ঠিকাদার'। রাস্তা, বাঁধ কিংবা সেতু তৈরি করতে এখন আর ছাতা মাথায় কাউকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। পরিবর্তে দাঁড়িয়ে থাকেন 'দেশসেবক' স্বয়ং। কাজের মান যাচাই করেন স্থানীয় মানুষজনেরা।

অবশেষে বাড়ির ছাদে এসে দাঁড়ালেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। হাতজোড় করে কিছু বলতে চাইছেন। মাইকের ব্যবস্থা করা হল। জ্যোতিপ্রকাশবাবু বললেন, 'আপনাদের অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের যা কষ্ট হয়েছে, সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি শুধু একটু ভেবে নিচ্ছিলাম যে আমি সত্যিই এ পদের যোগ্য কিনা। যাইহোক আপনাদের ইচ্ছাই বলবৎ হবে। আমি 'দেশসেবক' হওয়ার জন্য প্রস্তুত।'

জনতার বিপুল কলরোলে আর কিছুই শোনা গেল না। জনগণের মধ্যে তখন চলছে মিষ্টিমুখ আর ফুল ছড়ানোর পালা।

দেশের ব্যকরণবিদগণ 'পদপ্রেমী' এবং 'পদলোভী' এই শব্দ দুটিকে অপ্রচলিত শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন উপরের শব্দ দু'টি অপ্রচলিত হওয়ার ফলে 'পদলেহনকারী' শব্দটি উধাও

কবিতা

গাঢ় মেঘ ছুটে আসে আঁধারের প্রকৃতি কুড়িয়ে

দ্রাঘিমা ছুঁয়ে যায়

সুবর্ণ রায়

অক্ষাংশের সময় বদলের মতো তুমি।
আমি দ্রাঘিমার দাগ টেনে চলি
কম্পাস বসানো মেরু ধরে ...

সকাল থেকে রাতের মধ্যবর্তিতায়
চারটে লিপস্টিকের শেড বদলে যায়।
জরিপকারীদের তীক্ষ্ণ নজর মেপে নেয়
স্তনবিভাজিকার খাদ, কোমরের ঢেউ।
অশ্বচালক চিনে চিনে তুমি সহজেই
জিন চড়িয়ে নাও দুর্বার হবার জন্য।

ধ্রুবতারার দিকে নিষ্পলক চেয়ে
এক বিন্দুতে বসে আমি
দ্রাঘিমা টেনে চলি ...

কম্পাসের কাঁটা টিকটিক নড়ে।

দুঃসময় পর্ব ঃ এক

রাজীব দাশ

বিশ্বাসের চক্র ভেঙে ঢুকে পড়ে সময় অচেনা।
এতদিন ডাক ছিল, ফেরা ছিল নিজের কায়ায়।।
পরবর্তী প্রজন্মের জমা হয় গাণিতিক দেনা।
কোন বীজ জন্ম দেয়, কোন বীজ জলের ছায়ায়।।

ছাদের কার্নিস ভেঙে চারাগাছ আমূল মুড়িয়ে।
বারবার ফস্কে যায় ফ্যাকাল্টির শুনশান বোধ।।
গাঢ় মেঘ ছুটে আসে আঁধারের প্রকৃতি কুড়িয়ে।
পাহাড়িয়া জোঁক হয়ে শালীনতা তুলে নেয় শোধ।।

এটা কোনও মৃত্যু নয়, সে তো হবে পরের আসর।
আরও কাছে আরও কাছে, ভুলের আড়াল ভেঙে তাই।।
হে শরীর তাকিয়েছ, জেনেছ কি গোপন বাসর?
যেখানে মাটির স্তন, সেইখানে অনাহূত দায়।।

চরম সত্য

গৌতম শীল

ফুল নিয়ে খেলছি সবাই,
লিখছি দারুণ পদ্য,
স্বপ্নে ডানা মেলছি সবাই,
উড়ছি অনবদ্য।

সবটা নিজেই বুঝছি সবাই,
ধার ধারি না কারও।
লাভের দিকে ঝুঁকছি সবাই,
ঝুলিতে চাই আরও।

নানান বেশে সাজছি সবাই,
ভাসছি কী আনন্দে!
মুখোশ মুখে আঁটছি সবাই
চলছি আপন ছন্দে।

ঝড়ের বেগে চলছি সবাই,
গায়ের জোরে বলছি,
বলছে মগজ শুনছি সবাই,
মনের কথাই ঠেলছি.

তাপ হারিয়ে আজকে সবাই
যেন আগ্নেয়শিলা,
আঁধার ঘিরে নাচছি সবাই,
জমছে প্রেতের খেলা।

অমৃতের পুত্র সবাই
গরল পানে মত্ত।
শেষের শুরু দেখবে সবাই
এটাই চরম সত্য।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক